শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের জন্য জিআরপি (জেনারেল রেসপন্স প্রটোকল – সাধারণ সাড়াদানের নিয়মাবলি) সামারি সিট অর্থা• সার সংক্ষেপ

জরুরি পরিস্থিতিতে সকল স্কুল যেসব নির্দেশনা মেনে চলবে - সেসব তথ্য প্রদানের জন্যই "আই লাভ ইউ গাইজ" ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় জেনারেল রেসপন্স প্রটোকল তৈরি করা হয়েছে। এর মূলে আছে ***সাধারণ ভাষার*** ব্যবহার যা ***প্রথম সাড়াদানকারী পৌঁছার আগে*** সকলস্কুল কম্যুনিটি কী ব্যবস্থা নেবে, সেটি চিহ্নিত করে। প্রতিটি ঘটনায়, স্কুল প্রশাসকেরা পরিস্থিতিগুলোকে পৃথকভাবে মূল্যায়ন করবেন যাতে জিআরপি বাস্তবায়নে সেটি পরিস্থিতির ক্ষেত্রে উপযুক্ত হয়।

প্রত্যেকটি পরিস্থিতি-সংশ্লিষ্ট নিয়মের বেলায় নির্দিষ্ট কর্মী এবং শিক্ষার্থী ব্যবস্থা রয়েছে যা ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন রকম। যদি কোন শিক্ষার্থী বা কর্মী সদস্য প্রাথমিক কোন বিপদের আশংকা বুঝতে পারে, তাহলে তা 911 কল করে এবং প্রশাসনকে জানাতে হবে।

লকডাউন (সফট/হার্ড) – *সফট্ লকডাউন* বলতে বোঝায় ব্যবস্থা গ্রহণকারী টিমের জন্য আসন্ন কোন বিপদের আশংকা নেই। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ টিম, বিল্ডিং রেসপন্স টিম, এবং স্কুল সেফটি এজেন্টগণ পরবর্তী নির্দেশের জন্য নির্ধারিত কমান্ড পোস্টে অবস্থান করবে। *হার্ড লকডাউন* বলতে বোঝায় আসন্ন বিপদের কথা জানা গেছে এবং কোন ব্যক্তি বিল্ডিং ব্যবস্থার কর্মকাণ্ডে সক্রিয় হবে না। স্কুল সেফটি এজেন্টগণসহ সবাই, যথাযথ লকডাউন কাজে অংশ নেবে এবং প্রথম সাড়াদানকারীদের আসার অপেক্ষায় থাকবে।

"আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি: আমরা এখন সফট/হার্ড লকডাউন প্রক্রিয়ায় আছি। যথাযথ ব্যবস্থা নিন।"

(পিএ সিস্টেমের মাধ্যমে এই বার্তা দুবার ঘোষণা করা হবে।)

শিক্ষার্থীরা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবে যাতে**:**

1. তারা সরে যেতে পারে এবং চুপ থাকে।

শিক্ষকগণ নিচের কাজগুলো করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবে**:**

1. তারা ক্লাসরুমের বাইরে এসে হলওয়েতে দেখবে কোন শিক্ষার্থী আছে কিনা, তারা ক্লাসরুমের দরজা লক করবে, এবং লাইট বন্ধ করে দেবে।
2. তারা দৃষ্টির বাইরে চলে যাবে এবং চুপ থাকবে।
3. প্রথম সাড়াদানকারীদেরকে দরজা খুলে দেয়ার জন্য, অথবা "লকডাউন তুলে নেয়া হয়েছে" এ ধরনের "অল ক্লিয়ার" বার্তার জন্য অপেক্ষা করবে: এবং পরবর্তী নির্দিষ্ট নির্দেশর অপেক্ষায় থাকবে।
4. মেইন অফিসে যোগাযোগ করে কোন শিক্ষার্থী নিখোঁজ কিনা তা জানতে হবে।

অপসারণ – কর্মী এবং শিক্ষার্থীদেরকে অ্যালার্ম সিস্টেমের মাধ্যমে প্রথম সতর্ক করা দিয়ে অপসারণ ব্যবস্থা শুরু করতে হবে। যদিও কোন কোন সময় এমন হতে পারে যে, অপসারণ শুরু করার জন্য পিএ সিস্টেম এবং নির্ধারিত নির্দেশাবলি কাজে লাগতে পারে।"আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি" – এই ঘোষণা দিয়ে শুরু করে অন্য নির্দেশ দিতে হবে।(পিএ সিস্টেমের মাধ্যমে এই বার্তা দুবার ঘোষণা করা হবে।)

শিক্ষার্থীরা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবে যাতে:

1. তারা তাদের জিনিসপত্র রেখে একটি লাইনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে পারে। শীতের সময় হলে তাদেরকে ক্লাসরুম থেকে বের হবার আগে কোট নেয়ার কথা মনে করিয়ে দিতে হবে। যেসকল **শিক্ষার্থী ফিজিক্যাল এডুকেশনের পোশাকে আছে তারা লকার রুমে ফিরে যাবে না।** যাদের বাইরে যাবার জন্য উপযুক্ত পোশাক নেই তারা যথসম্ভব যেখানে ঠান্ডা না লাগে এমন জায়গায় আশ্রয় নেবে।

শিক্ষাকগণ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবে যাতে:

1. অপসারণ সম্পর্কিত ফোল্ডার খুঁজে পেতে পারেন (উপস্থিতির কাগজ এবং অ্যাসেমব্লি কার্ডসহ)
2. ফায়ার ড্রিল পোস্টারে উল্লিখিতভাবে শিক্ষার্থীদেরকে অপসারণ স্থলে নিতে পারেন। **সবসময় বাড়তি নির্দেশের জন্য মনোযোগ রাখবেন।**
3. শিক্ষার্থীরা কে কোথায় তার খেয়াল রাখেন।
4. কোন আহত, সমস্যাগ্রস্থ, অথবা নিখোঁজ শিক্ষার্থী সম্পর্কে স্কুল কর্মী এবং প্রথম সাড়াদানকারীদেরকে অ্যাসেমব্লি কার্ড ব্যবহার করে জানাবেন।

আশ্রয় স্থল – "আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। একটি আশ্রয় স্থলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকল বাইরে যাওয়ার দরজা বন্ধ রাখুন।।

(পিএ সিস্টেমের মাধ্যমে এই বার্তা দুবার ঘোষণা করা হবে।)

শিক্ষার্থীরা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবে যাতে:

1. বিল্ডিংয়ের ভিতরে থাকে।
2. সব কাজ যেমন করছিল তেমনই করে যায়।
3. বিশেষ কর্মী নির্দেশনায় সাড়া দিতে তৈরি থাকে।

শিক্ষাকগণ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবে যাতে:

1. পরিস্থিতির সচেনতা বৃদ্ধি করতে পারেন।
2. সব কাজ যেমন করছিল তেমনই করে যান।
3. "অল ক্লিয়ার" বার্তা যা "**আশ্রয় ব্যবস্থা উঠিয়ে নেয়া হয়েছে**" –এই নির্দিষ্ট বার্তার পরে আসবে, সেটি না পাওয়া পর্যন্ত আশ্রয় স্থলের নির্দেশনা কার্যকরী থাকবে।

বিআরটি সদস্যবৃন্দ, ফ্লোর ওয়ার্ডেনস্, এবং সেলটার-ইন স্টাফগণ সকল বের হওয়ার দরজায় থকবেন এবং নির্দিষ্ট অ্যাসাইনমেন্টে অংশ গ্রহণ করবেন।